4.6. বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিপ্রকৃতি (Global trend of Population Growth) :

সুদূর অতীতে বিশ্বের জনসংখ্যা সম্পর্কে ধারণা আমাদের কাছে অনেকটা অনুমান নির্ভর ছিল। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের নানারকম গবেষণা থেকে আমরা জানতে পারি আজ থেকে প্রায় 15 লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বজুড়ে দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তবে জনসংখ্যার এই বৃদ্ধির হার স্থান-কাল ভেদে ভিন্ন প্রকৃতির। বিগত 50 বছরে সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল 2.87%। এই হারে যদি বিশ্বজুড়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তবে আগামী দিনে চরম সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দেবে।

বিশ্বের জনসংখ্যার বৃদ্ধির গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে একে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়—

***(i)* সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আদিপর্ব :** (10 হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ) :— আজ থেকে প্রায় কয়েক লক্ষ বছর আগে মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখেছিল। বিভিন্ন পাথরের ব্যবহার, ধাতু থেকে অস্ত্র নির্মাণ প্রভৃতির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হয়। এই সময় জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই বেশি ছিল। ফলে জনসংখ্যার তেমন বৃদ্ধি ঘটেনি এই পর্যায়ে সমগ্র পৃথিবীতে মাত্র 53.2 লক্ষ লোকের বসবাস ছিল।

***(ii)* সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্ব :** 1 খ্রিস্টাব্দ থেকে খ্রিস্টের জন্মের প্রায় 10 হাজার বছর আগে পর্যন্ত মানুষ কৃষিকাজ শিখেছিল। এই কৃষিকাজকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ এবং নগর সভ্যতার আবির্ভাব ঘটে। এর ফলে জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। খ্রিস্টপূর্ব 10 হাজার বছর থেকে 1 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় প্রায় 20 কোটি। এই সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র 0.49%।

(iii) **সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তৃতীয় পর্ব (1650 খ্রিস্টাব্দ) :** খ্রিস্টের জন্মের পর থেকে ব্যাবসাবাণিজ্যের উন্নতি, নগরের পত্তন, কৃষির অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছিল। কিন্তু এই সময় যুদ্ধ, মহামারি, দুর্ভিক্ষ এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুব বেশি হয়নি। এই সময় সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যা ছিল 30 কোটি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল 0.01% ।

(iv) **1750 খ্রিস্টাব্দ :** 1650 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1750 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই 100 বছরে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় কোটিতে পৌঁছায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল 0.34%।

(v) **1850 খ্রিস্টাব্দ :** 1750 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1850 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই 100 বছরের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় 100 কোটিতে পৌঁছায়। ইতিমধ্যে খনিজ সম্পদ উত্তোলন এবং ব্যবহার শুরু হয়েছে, কৃষিকাজ ও চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি ঘটেছে। ফলে মৃত্যুহার কমে গিয়ে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

(vi) **1900 খ্রিস্টাব্দ :** এই সময় পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় প্রায় 161 কোটি, 1850 খ্রি: — 1900 খ্রি: এই 50 বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক গড় হার ছিল 0.75%।

(vii) **1950 খ্রিস্টাব্দ :** 1950 খ্রিঃ নাগাদ সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যা হয় 251 কোটি। উল্লেখযোগ্য যে, এই 50 বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল 90 কোটি।

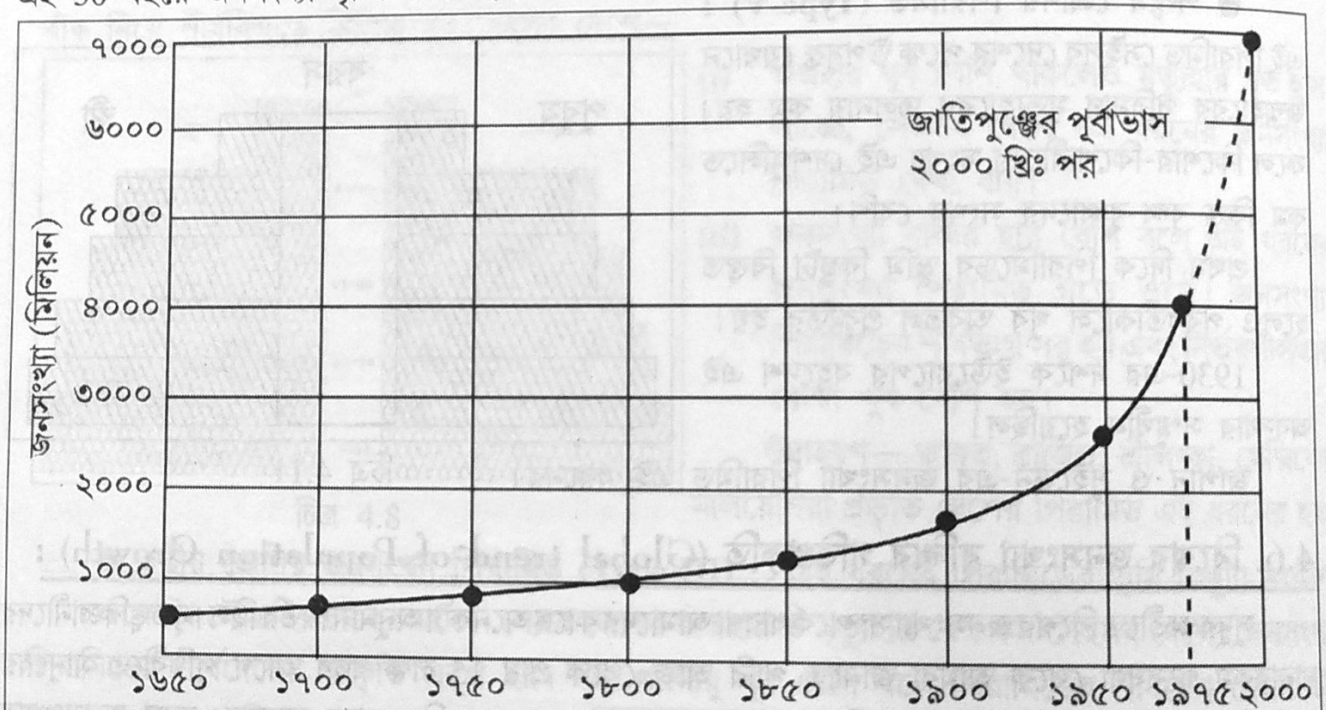

বিশ্বের জনসংখ্যাবৃদ্ধি ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দের পরবর্তী সময়

চিত্র 4.12

4.6.1. ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পৃথিবীর জনসংখ্যার বৃদ্ধি
(Population Growth in Historical Perspectives) :

মানুষ সামাজিক জীব। সুপ্রাচীনকাল থেকে বর্তমানের নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা পর্যন্ত মানুষ দলবদ্ধভাবে সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তুলেছে। প্রাচীনকালে জনসংখ্যা যেমন কম ছিল, তেমনি সম্পদের জোগান ছিল অফুরন্ত। কিন্তু বর্তমানে সম্পদের জোগান অপেক্ষা জনসংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতীতে মানুষ কোথায় বসবাস করত, কী খেত, কীভাবে তারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত করত প্রভৃতি বিষয়গুলি জানতে হলে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জানা দরকার। এই প্রেক্ষাপট থেকে জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতির ইতিহাস আমরা বিশ্লেষণ করতে পারবো।

■ **অতীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি (Population Growth in the Past) :** আজ থেকে প্রায় 10 লক্ষ

থেকে 15 লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীগণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ইতিহাসকে নিম্নলিখিত পর্যায়ে ভাগ করেছেন।

(i) **প্রাগৈতিহাসিক যুগ (সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আদি অধ্যায়) (Pre-Historic Age) :** প্রায় 10 লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে প্রথম মানুষের (হোমো স্যাপিয়েন্স) আবির্ভাব ঘটেছিল। এই আদিম মানুষের অস্থির সন্ধান পাওয়া গেছে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায়।

অধিকাংশ নৃবিজ্ঞানীদের মতে, আদিম মানুষের প্রথম আবির্ভাব ঘটে পূর্ব গোলার্ধের বিভিন্ন স্থানে। প্রায় 35,000 বছর আগে ইউরোপে হোমো স্যাপিয়েন্সদের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। আমেরিকাতে প্রায় 25,000 বছর আগে হোমো স্যাপিয়েন্সদের দেখা গেছে।

আগুনের ব্যবহার, পাথর ও ধাতু থেকে অস্ত্র নির্মাণ প্রভৃতির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হয়। এই সময় মানুষ শিকার ও খাদ্য সংগ্রহকে (Hunting and food gathering) কেন্দ্র করে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। জন্মহার ও মৃত্যুহার দুটোই খুব বেশি থাকায় জনসংখ্যার খুব একটা বৃদ্ধি ঘটেনি। এই সময় পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল প্রায় 35 লক্ষ। খ্রিস্টের জন্মের 8000 বছর আগে (8000 B.C) প্রায় সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে মানুষের বসবাস ছিল। এই সময় জনসংখ্যা ছিল প্রায় 10 মিলিয়ন। কৃষিকাজ শুরু হওয়ার পর থেকে পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায়।

খ্রিস্টীয় যুগের সূচনাপূর্বে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় 280 মিলিয়ন। এই সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল 0.06%। কিন্তু যদি আমরা পরবর্তী 1650 খ্রি:–1750 খ্রি: পর্যন্ত সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার হবে 1.9%। প্রস্তর যুগে (Stone Age) মানুষের পরিবারের সদস্য-সংখ্যা কম ছিল। 6 থেকে 12 জন নিয়ে এক-একটি পরিবার গড়ে উঠত। যেসব জায়গায় মানুষের খাদ্যের জোগান বেশি ছিল সেইসব স্থানে মানুষ বেশি বসবাস করত। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে ছিল, কিন্তু এশিয়া মহাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

(ii) **প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে প্রাচীন যুগ (Prehistoric to Ancient Times) :** এশিয়ার রিমল্যান্ড অঞ্চলে এবং আমেরিকার বিভিন্ন এলাকাতে কৃষিকাজ শুরু হয়েছিল। এই কৃষিকাজে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ প্রতি বর্গকিমিতে 2 থেকে 3 জন বসবাস করত। কিন্তু জমির উর্বরতা কমতে থাকায় কৃষিজীবী মানুষ বিভিন্ন স্থানে চলে যেতে বাধ্য হন। কৃষিতে বিপ্লব সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা করে।

খ্রিস্টপূর্বাব্দ 4000 বছরের পর (4000 B.C.) নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার পত্তন ঘটে। কৃষিকাজে দ্রুত উন্নতি ঘটে এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে এশিয়া, মধ্য এশিয়া ও চিন দেশে দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এই সময় থেকে কয়েকটি দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল বেশ উল্লেখযোগ্য। পারস্য সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের সময় (550-425 B.C), এথেন্সে Percilean Age (5th Century, B.C), ভারতে অশোকের রাজত্বকাল (3rd Century B.C), রোমান সাম্রাজ্যে Augustan-এর সময় (1st century A.D) এবং চিনে হান সভ্যতার যুগে (202 B.C– A.D. 220) পৃথিবীর জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার খুব বেশি ছিল।

পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে খুব স্বল্প জনসংখ্যার বসবাস ছিল। পশুপালক যাযাবর (Pastoral Nomads) এশিয়ার স্টেপ অঞ্চলে এবং উত্তর আমেরিকার প্রেইরী অঞ্চল জুড়ে বসবাস করত। ইউরোপের আল্পস পার্বত্য অঞ্চলে কিছু উপজাতি সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। এই সময় রোমান আদমশুমারি যথাযথ ছিল না। এমনকি চিন এবং আমেরিকার সাম্রাজ্যেও জনসংখ্যার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। রোমান সাম্রাজ্যে (A.D. 14) মোট জনসংখ্যা ছিল 70 মিলিয়ন।

(iii) **প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত (The Ancient to Medieval Period, A.D. 0 to 1650) :** খ্রিস্টাব্দের শুরুতেই সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল 133 মিলিয়ন থেকে 300 মিলিয়ন। এই সময়কাল ছিল গ্রিক-রোমান যুগ (Greek-Roman Period)। সাম্রাজ্য বিস্তার ছিল এই যুগের সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পৃথিবীর তিনটি অঞ্চলে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল— (i) হান বংশের নেতৃত্বে চিন সাম্রাজ্যের বিস্তার; (ii) ভারতে অশোকের নেতৃত্বে মৌর্য সাম্রাজ্যের বিস্তার এবং (iii) ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল ছিল রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে।

খ্রিস্টীয় 2 সালে চিনের জনসংখ্যা ছিল 57.7 মিলিয়ন। সম্রাট অগাস্টাসের রোমান সাম্রাজ্যের জনসংখ্যা ছিল 54 মিলিয়ন। এই সময় মধ্য এশিয়াতে প্রায় 5 মিলিয়ন লোক বসবাস করত। মধ্যপ্রাচ্য এবং মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে যথাক্রমে 18-19 মিলিয়ন এবং 9.1 মিলিয়ন লোকের বসবাস ছিল।

■ **মধ্যযুগে জনসংখ্যা বৃদ্ধি (Population growth during Medieval Period) :** মধ্যযুগের শেষভাগ থেকে আধুনিক যুগের সূচনা পূর্বে (1650 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল প্রায় 600 মিলিয়ন। পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় আগের তুলনায় দ্বিগুণ বেড়েছিল। রোমান সাম্রাজ্যের সময় যুদ্ধবিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেনি। কিন্তু চিন ও ভারতের জনসংখ্যা এইসময় যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। 1600 খ্রিস্টাব্দে চিনে প্রায় 150 মিলিয়ন লোকের বসবাস ছিল।

মধ্যযুগে আল্পস পার্বত্য অঞ্চল এবং কার্পেথিয়ান অঞ্চলে কৃষিকাজের উন্নতির জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

■ **আধুনিক যুগ (After 1650 to Present Time) :** 1650 খ্রিস্টাব্দের পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত সময় আধুনিক যুগের অন্তর্গত। এই সময়ের মধ্যেই ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটে। নগরায়ণ দ্রুতগতিতে সমগ্র বিশ্বে চলতে থাকে। এর ফলে সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যাও দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

***(i)* 1650 খ্রি:–1900 খ্রি: :** অষ্টাদশ শতকে ইংলন্ডে ঘটে শিল্পবিপ্লব। নগরায়ণ প্রক্রিয়া সমগ্র বিশ্ব জুড়ে চলতে থাকে। এর ফলে এই সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল খুব দ্রুত। 1650 খ্রিস্টাব্দে সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যা ছিল 96 মিলিয়ন। কিন্তু 1900 খ্রিস্টাব্দে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় 410 মিলিয়নেরও বেশি। মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি এবং মৃত্যুহার কমে যাওয়ার ফলেই জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

এই সময় আফ্রিকা মহাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কম ছিল। অধিক জন্ম ও মৃত্যুহার, কৃষিকাজে অনুন্নতি প্রভৃতি আফ্রিকা মহাদেশের স্বল্প জনসংখ্যার কারণ, এই সময় এশিয়া মহাদেশের জনসংখ্যা ছিল 985 মিলিয়ন। উত্তর আমেরিকা মহাদেশে এই সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি ছিল। 1700 খ্রি:–1800 খ্রি: পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল 2.5%। ইউরোপ মহাদেশের মোট জনসংখ্যা এই সময়ে ছিল 411 মিলিয়ন। 1850 খ্রি:–1950 খ্রি: এই সময়ের পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল 0.75%।

***(ii)* 1900 খ্রি:–1950 খ্রি: :** 1900 খ্রিস্টাব্দ–1950 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা 1.6 বিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 2.5 বিলিয়ন অতিক্রম করেছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল প্রায় .9%। এই সময়ের মধ্যেই প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদধ সংঘটিত হয়। ফলে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারি প্রভৃতির জন্য অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ঘটে। তা ছাড়া এই সময় ইউরোপ তথা সমগ্র বিশ্ব অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মন্দার কবলে পড়ে। এসবের মিলিত প্রভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি খুব দ্রুতগতিতে ঘটেনি।

ইউরোপ মহাদেশের জনসংখ্যা এই সময় ছিল 594 মিলিয়ন। এশিয়ার জনসংখ্যা 1350 মিলিয়নের বেশি দেখা যায়। আফ্রিকা মহাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল প্রায় .9%।

***(iii)* 1950 খ্রিস্টাব্দের পর জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিপ্রকৃতি :** 1950 খ্রিস্টাব্দের পর থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে তীব্র জনসংখ্যা বিস্ফোরণ (Highly Population Explosion) ঘটতে থাকে। কিন্তু উন্নত দেশগুলিতে যেমন— ফ্রান্স, জার্মানি, সুইডেন, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের জনসংখ্যা অনেকটা স্থিতিশীল ছিল। 1950 খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল 2.4 বিলিয়ন। (1999 খ্রিস্টাব্দে বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল 5.98 বিলিয়ন। এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা প্রায় দুই গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল)।

1950 খ্রিস্টাব্দের পর সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশেই এই সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি হয়েছিল। 1999 খ্রিস্টাব্দে এশিয়া মহাদেশে জনসংখ্যা 3.62 বিলিয়ন এবং আফ্রিকা মহাদেশে জনসংখ্যা 3.62 বিলিয়ন এবং আফ্রিকা মহাদেশে জনসংখ্যা ছিল 7.75 মিলিয়ন। এশিয়া মহাদেশে এবং আফ্রিকাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল যথাক্রমে 2.5% এবং 3%।

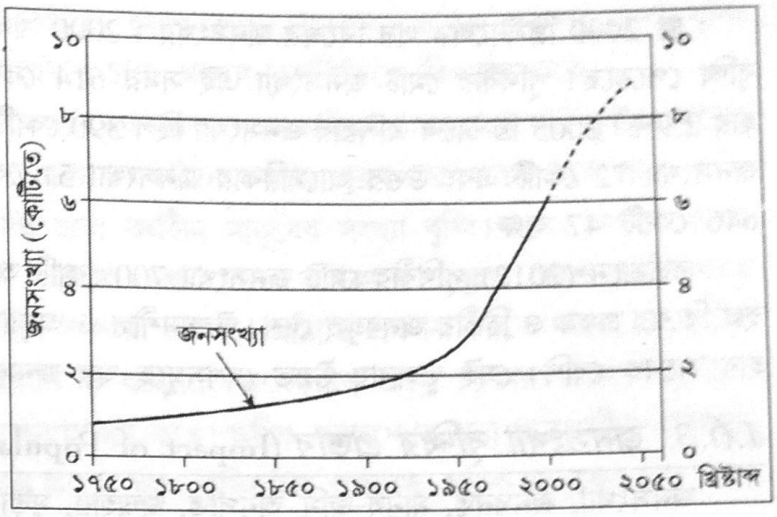

চিত্র 4.13

■ **এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ :** 1950 খ্রিস্টাব্দের পর থেকে এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশে বেশ দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই দুই মহাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলি হল—

(i) চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতির ফলে মৃত্যুহার কমে যাওয়া।

(ii) এই দুই মহাদেশে জন্মহার অধিক ছিল এই সময়।

(iii) এশিয়া মহাদেশে নগরায়ণের হার খুব বেশি ছিল।

(iv) অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং দারিদ্র্য দূরীভূত হওয়ার ফলে মানুষের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ দেখা দেয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এটিও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ।

(v) সবুজ বিপ্লবের ফলে ভারতে কৃষিতে খুব উন্নতি ঘটে। এর ফলে কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকের জোগান দরকার হয়। ফলে কৃষক পরিবারগুলিতে পরিবারের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া হয়।

(vi) ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় মানুষের পাড়ি দেওয়ার ওপর নানারকমের বিধিনিষেধ ছিল।

(vii) এশিয়ার পশ্চিমভাগে এবং উত্তর আফ্রিকায় খনিজ তেলক্ষেত্র আবিষ্কারের ফলে অন্যান্য মহাদেশের লোক এখানে এসে ভিড় করে।

(viii) অশিক্ষা ও কুসংস্কার জনসংখ্যা বৃদ্ধির অপর উল্লেখযোগ্য কারণ।

■ **ইউরোপের জনসংখ্যা :** 1950 খ্রিস্টাব্দের পর ইউরোপ মহাদেশের জনসংখ্যা খুব ধীর গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 1%-এর কম লক্ষ করা গেছে। ডেনমার্ক, জার্মানি, সুইডেন প্রভৃতি দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় শূন্যে পৌঁছায়। 1990 খ্রি:–2000 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইউরোপের জনসংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পায়। এর কারণগুলি হল—

(i) নগরায়ণ দ্রুত হারে ঘটতে থাকায় সাধারণ মানুষের বসবাসের জায়গা কমে যাওয়া এবং জীবনধারণের জন্য খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের ধারণা অতিমাত্রায় তীব্র হয়।

(ii) প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকের চাহিদা কমে যায়।

(iii) ছোটো পরিবারের প্রতি মানুষের ঝোঁক বৃদ্ধি।

(iv) কৃষিজমিতে শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস।

(v) পরিব্রাজনের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল।

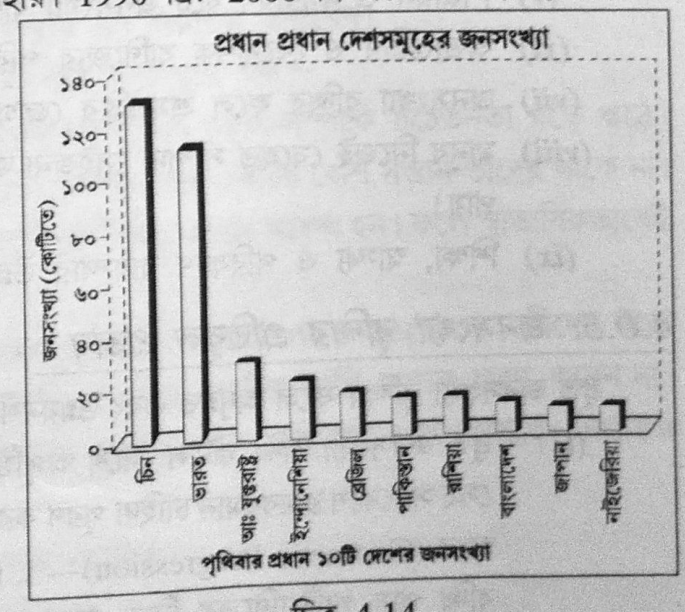

চিত্র 4.14

■ **2000 খ্রিস্টাব্দের পর বিশ্বের জনসংখ্যা :** 2000 খ্রিস্টাব্দের পর বিশ্বের জনসংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা এই সময় 614 কোটি 81 লক্ষ ছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার 2.9%। 2005 খ্রিস্টাব্দে এশিয়ার জনসংখ্যা ছিল 390 কোটি, আফ্রিকার জনসংখ্যা 90 কোটি, ইউরোপের জনসংখ্যা 72 কোটি এবং উত্তর আমেরিকার জনসংখ্যা 51 কোটি। এইসময় পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল 646 কোটি 47 লক্ষ।

বর্তমানে (2012) পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা 700 কোটি অতিক্রম করেছে। চিন ও ভারত এই দুটি দেশ হল বিশ্বের প্রথম ও দ্বিতীয় জনবহুল দেশ। উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলিতে এখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার অনেক বেশি। সেই তুলনায় উন্নত দেশসমূহে স্বল্প জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পরিলক্ষিত হয়।

4.6.3. *জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব* (Impact of Population Growth) :

জনসংখ্যা, জনঘনত্ব, মানুষ-জমি অনুপাত, জন্মহার, মৃত্যুহার প্রভৃতি বিষয়গুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেশের উন্নয়নের সহায়ক হয়। আবার কোথাও কোথাও জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের উন্নয়নকে বাধা দেয়। কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ জনসংখ্যা কোনো বিশেষ দেশে উন্নয়নের কার্যাবলিকে দ্রুত করে। আবার ওই একই পরিমাণ জনসংখ্যা কোনো দেশের উন্নয়ন কার্যাবলিকে বাধা দেয়। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুকূল ও প্রতিকূল দু'ধরনের প্রভাবই লক্ষণীয়।

Becker, Libenstein, Easterlin, Malthus, Marx প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী এবং অর্থনীতিবিদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

4.6.4. *অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুকূল প্রভাব :*

(i) জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে অনেক ক্ষেত্রে সম্পদ উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পায়। কৃষি, শিল্প এবং ব্যাবসাবাণিজ্যে শ্রমিকের জোগান (Labour Supply) বৃদ্ধি পায়।

(ii) জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পায় ঠিকই, তবে শিল্পকেন্দ্রগুলিতে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি পেলে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি নাও পেতে পারে। তবে শ্রমনিবিড় (Labour intensive) কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

(iii) জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সম্পদ উৎপাদনে সমর্থ জনগোষ্ঠীর আয়তন বৃদ্ধি পায়।

(iv) অধিক জনসংখ্যার অর্থ অধিক সম্পদ উৎপাদন। তা ছাড়া সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে অধিক মূলধন ভাণ্ডার দেশে গড়ে উঠবে।

(v) শিল্পায়ন ও নগরায়ণ ঘটে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে। এর ফলে বাজারের আয়তন বৃদ্ধি পায়।

(vi) অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

(vii) জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শ্রমশক্তির জোগান বৃদ্ধি পায়।

(viii) মানুষ নিজেই যেহেতু সম্পদ, সেইজন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মানব সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

(ix) শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটে।

4.6.5. *জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিকূল প্রভাব :*

দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নানাবিধ প্রতিকূল প্রভাব দেখা যায়—

(i) দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলে দেশে অপুষ্টি ও দারিদ্র্য দেখা যায়। যেসব দেশে সম্পদ সীমিত, সেই সবদেশে ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় না। কারণ জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে জ্যামিতিক হারে (Geometic Progression)— i, e. 2, 4, 8, 16, 32, 64 etc. কিন্তু খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় পাটিগণিতের নিয়ম অনুসারে — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 etc.

(ii) জনসংখ্যা বৃদ্ধির ঘটনা দ্রুত হারে ঘটলে, দেশে সম্পদ উৎপাদনে অক্ষম মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অনুৎপাদক মানুষের ক্রমবর্ধমান চাপ দেশের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে।

(iii) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যদি সম্পদ উৎপাদনের হার অপেক্ষা অধিক হয় তাহলে মাথাপিছু উৎপাদনের হার কমবে। উৎপাদনের হার কমলে ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে না।

(iv) অনিয়ন্ত্রিতভাবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হলে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ, দেশে বেকারত্ব একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে দেখা দেবে। অধিকাংশ অনুন্নত দেশে ছদ্মবেকারত্ব লক্ষ করা যায়। পরিবারের কর্মহীন সদস্যরা একখণ্ড জমিতে শ্রমদান করতে থাকে, যে শ্রমের হয়তো প্রয়োজন ছিল না। ভারতে এ ধরনের ছদ্মবেকারত্ব প্রবল আকার ধারণ করেছে।

(v) অধিক জনসংখ্যা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে। অধিক জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় বাসস্থান জোগান দিতে গিয়ে বনভূমি নষ্ট করতে হয়। কৃষিজমির ওপরেও অধিক মানুষের চাপ পড়ে এবং জমির অবক্ষয় ঘটে।

(vi) দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি আর্থসামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়।

(vii) তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জীবনযাত্রার নিম্নমান দেখা যায়। যেমন— চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা কমে যাওয়া, পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি, অপরাধ প্রবণতাবৃদ্ধি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অনুন্নতি ঘটে।

(viii) অত্যধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

(ix) জনসংখ্যা অত্যধিক হারে বৃদ্ধি ঘটলে মূলধনী সঞ্চয়ের পরিমাণ কমে যায়। এর ফলে বিনিয়োগের পরিমাণ কমে যায়।

(x) দ্রারিদ্র্য এবং অপুষ্টিজনিত কারণে শিশুমৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায়।